

# বাংলাদেশ ধ্বংসে দ্বিতীয় আঘাত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

এম এম মাহবুব হাসান

নদীমাতৃক বাংলাদেশের তিন দিকেই রয়েছে ভারত। বাংলাদেশের এই নদীর পানি নিয়ে ভারত নিত্য নতুন খেলায় মেতে উঠেছে। বাংলাদেশের সীমানা থেকে ১৮ কিলোমিটার উজানে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত রাজমহল ও ভগবানগোলায় মাঝামাঝি নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ থেকে এই খেলা শুরু হয়। এই বাঁধ ছিল এ দেশের নদীসমূহের উপর প্রথম আঘাত। ১৯৬৩ সালে ড. কে এল রাও এর নির্ধারিত স্থানে ১৯৬৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে যখন এ ধরনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে এই বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে ভারতকে উক্ত পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। তা সত্ত্বেও ভারত তার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয় এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে। এই বাঁধের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক সংযোগ খালের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি হুগলী ও ভগিরথী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য সেখানে সরবরাহ করা। ১৯৭৪ সালে ভারত বাঁধটি চালু করতে চাইলে বাংলাদেশ তীব্র আপত্তি জানায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে ভারতের অনুরোধে ৪১ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধটি চালু করার অনুমোতি দেয়া হয়। কিন্তু এই মেয়াদ শেষ হবার অল্প দিন পরেই ভারত একতরফাভাবে কোন প্রকার চুক্তি ছাড়াই বাঁধটি চালু করে এবং সংযোগের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ভারত তার পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রাখলে বাংলাদেশ এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বিষয়টি ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে সূচিভুক্ত হয়। সাধারণ পরিষদ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার আহবান জানায়। সে সূত্র ধরে ১৯৭৭ সালে পাঁচ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৮২তে দু'বছরের এবং ১৯৮৫ সালে তিন বছরের সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে পানি বন্টন চুক্তি হয়। ১৯৮৫ সালের দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ১৯৮৮ সালে শেষ হলে পরবর্তী ১১ বছর পানি বন্টনের জন্য কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী দেব গৌড়া ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল ফারাক্কা পয়েন্টে ৭০ হাজার কিউসেক থেকে ৫০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি বাংলাদেশ ও ভারত সমান সমান অংশ পাবে। কিন্তু ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নামলে এই চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং দুই দেশ দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে পানির নতুন পরিমাণ ঠিক করবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের পানি চুক্তির পূর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৮৭ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর পানির নতুন পরিমাণ ঠিক করতে কতটি বৈঠক হবে তা সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তবে চুক্তির মাত্র

তিন মাস পরেই বিভিন্ন কথা ওঠে। এই চুক্তির উপর ২৫মে, ১৯৯৭ দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস এর নিজস্ব প্রতিবেদক জন বার্ডস বলেন, “বাংলাদেশের ৪ কোটি জনগণের জীবনযাত্রা ও ভাগ্য সরাসরি গঙ্গার পানির উপর নির্ভরশীল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী বিরোধ চলার পর গত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষর হলেও মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই ভারত চুক্তি বরখেলাপ করেছে”। এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে তা হলো, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি হলেও তাতে কোন গ্যারান্টি ক্লোজ নেই। বিরোধ হলে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কোন বিধানও নেই। কোন পক্ষ বৈঠকে বসতে না চাইলে তাকে বাধ্য করার সুযোগও নেই। রয়েছে ন্যায্য হিস্যার কিছু নিয়ম নীতি। কিন্তু সে নিয়মও ভারত কখনও কখনও মেনে চলেনি। হিস্যা অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানি সরবরাহ করা হয়নি। বরং দেখা গেছে যে, যখন শুষ্ক মৌসুমে পানির বেশি প্রয়োজন তখন পানি দিচ্ছে কম, আর বর্ষাকালে যখন পানির প্রয়োজন হয় না, তখন অতিরিক্ত পানি বাংলাদেশের সীমানায় ঠেলে দিচ্ছে। মোট কথা ভারত তার সুবিধামত পানি সরবরাহ করেছে। ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশে বড় ধরনের বন্যা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা প্রায়ই হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে কম পানি সরবরাহের কারণে ইতিমধ্যে গড়াই নদী মরে গিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। সেখানকার ৩ কোটি লোক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গড়াই নদী খননের জন্য এ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে ৩’শ কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও তাতে কোন ফল হয়নি। আবার ভারতের অতিরিক্ত পানি সরবরাহের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। এই অতিরিক্ত পানির চাপে বাংলাদেশে নদী ভাঙন বেড়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্বাক্ষরিত এই চুক্তি শেষ হবে ২০২৭ সালে। ততদিন পর্যন্ত এ দেশের অনেক নদী তার নাব্যতা হারাবে এমনকি পদ্মার অস্তিত্ব থাকবে কি না সেটাই সন্দেহ।

ফারাক্কা, গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তির পর এবার আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত পুনরায় বাংলাদেশের নদীসমূহের উপর আঘাত হানবে। কারণ ফারাক্কা থেকে গঙ্গার পানি সরিয়ে নেয়ার পর ব্রহ্মপুত্রই এখন বাংলাদেশের প্রধান জলপ্রবাহ। মার্চে যেখানে গঙ্গার পানি পাওয়া যায় ১৯৪ কিউসেক সেখানে ব্রহ্মপুত্রের হচ্ছে ৪২৫৬ কিউসেক। ফারাক্কা বাধের কারণে পদ্মার পানি গ্রাস হওয়ার পর শুকনো মৌসুমে প্রধানত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের ওপর বাংলাদেশের প্রাণস্পন্দন টিকে আছে। ভারত আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এমনকি দক্ষিণের কাবেরী নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরা পিড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামক এক মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি

খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে বন্টন করে কৃষি কাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তামিল নাড়ুতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌছাবে উত্তর প্রদেশ হরিয়ানা রাজস্থান এবং গুজরাটে। এই ৩০টি খালের মধ্যে হিমালয় অববাহিকার নদীগুলোতে ১৪ টি এবং উপ-দ্বীপের নদী হিসেবে পরিচিত ভারতের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে ১৬ টি সংযোগ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১২-১৫ বছরের এই প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই ও রিপোর্ট প্রদান সম্পন্ন হবে যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি বা ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ভারতের ১০১টি জেলা এবং বেশ কয়েকটি মহানগরীতে সুপেয় পানির অভাব মিটবে। সেচ সুবিধা বিহীন ও খরাপ্রবণ প্রায় ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের পানি পাবে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো থেকে প্রায় ৩৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং সংযোগ খালের মাধ্যমে নৌ-যোগাযোগ সম্প্রসারিত হবে বলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আশাবাদী। এছাড়া এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৫০ সন নাগাদ ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০০ বিলিয়ন থেকে ৪৫০ বিলিয়ন টনে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের নদীসমূহের প্রবল ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা নদী দু'টিকে খাল কেটে সংযুক্ত করা হলে বাংলাদেশ তার পানি প্রবাহের প্রধান উৎসটিকে হারাবে। এ দেশের সারা বছরের মোট পানি প্রবাহের প্রায় ৬৭ ভাগ আসে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। তাই এই নদীর উপরে ভারতীয় অংশে বাঁধ বা জলাধার তৈরি করে উজান থেকে পানি সরিয়ে নিলে ভাটির দেশ বাংলাদেশ শুনকো মৌসুমে ভয়াবহ পানি সংকটে পড়বে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ কমে গেলে এ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের নদীগুলো মরে যাওয়ার প্রবল হুমকির মুখে পড়বে। উজান থেকে আসা মিষ্টি পানির প্রবাহ কমে গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি অবধে মেঘনার মোহনা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের ধারাবাহিক প্রভাবে বাংলাদেশের আবহমানকালের প্রকৃতি, পরিবেশ, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদ সবকিছুই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায় ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী ফল হবে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ধ্বংস। এই প্রকল্প সম্পর্কে ভারতের পানি বিশেষজ্ঞদেরও দ্বিমত রয়েছে। এক সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পানি সচিব ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পানি বিশেষজ্ঞ রাম স্বামী আয়ার নিউজউইকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এটি একটি বিপজ্জনক প্রকল্প। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সারাদেশের ভূগুণের চেহারা পাল্টে যাবে।' এই পরিকল্পনাগুলোর একটিও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৈধ নয়। এ বিষয়টি সকলের বোধগম্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইন উল্লেখ করা হলো;

১. প্রখ্যাত আইনবিদ ওপেনহেইম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, “নিজ রাষ্ট্র থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবাহিত কোন নদীর গতিপথ বন্ধ বা পরিবর্তন করাই শুধু নিষিদ্ধ নয়, অনুরূপভাবে নদীর পানি এমন কোন রাষ্ট্র ব্যবহার করতে পারবে না যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্য বিপদ সৃষ্টি করে”।
২. ১৯৫৭ সালে ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে মীমাংসাকৃত বিখ্যাত ল্যনুজুত্রদ মামলায় বলা হয়েছে যে, “নদীর পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই অববাহিকায় অবস্থিত রাষ্ট্রের একটি বিশেষ অধিকার আছে এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেক অববাহিকা রাষ্ট্র পানি ব্যবহারের ন্যায্য অংশের দাবীদার”।
৩. ১৯৬১ সালে আন্তর্জাতিক আইন ইনস্টিটিউট এক প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে, উপকূলীয় রাষ্ট্রেরই বহুজাতিক নদীর পানি ব্যবহারের অধিকার আছে, তবে তা আন্তর্জাতিক আইন ও বিশেষ করে অন্যসহ উপকূলীয় রাষ্ট্রের পানি ব্যবহারের অধিকার দ্বারা সীমিত।
৪. ১৯৭৩ সালে জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাব অনুযায়ী, “কোন রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না যা তার এখতিয়ারের বাইরের কোন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।”
৫. রাষ্ট্রীয় সীমানার যে অংশের উপর দিয়ে আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেই অংশের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে।
৬. উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলো চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত সকল সমস্যার মীমাংসা করবে।
৭. আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক উপকূলীয় রাষ্ট্র অন্য উপকূলীয় রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।

উপরোক্ত আইনসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে ভারতের এ ধরনের পরিকল্পনা শুধু অন্যায়ই নয় অবৈধও বটে। আর এই অবৈধ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ৭কোটি মানুষ উদ্ধাস্ত হবে। এছাড়া এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের ভূ-উপরস্থ জলসম্পদের ৭০ শতাংশ ভারত প্রত্যাহার করে নেবে যা সমস্ত জাতিকে এক মহাসংকটময় অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে। এদিকে বিপুল পানি সম্পদের অধিকার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গনগণের জীবনযাত্রার মানউন্নয়নে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, বিশ্বের ৪০% মানুষ পানির জন্য সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রামের অংশীদার আমাদেরও হতে হবে। WTO’র কানকুন সম্মেলনে দরিদ্র দেশগুলো ধনিক দেশগুলোর কৃষি বিষয়ক অনেক অশুভ উদ্যোগ বিশ্বজনমতের চাপেই রোধ করতে পেরেছে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে কোন অশুভ উদ্যোগের বিপরীতে আমাদেরও লড়তে হবে। কারণ এ দেশ কোন দল বা গোষ্ঠীর একার নয়, আমাদের সবার। তাই তার রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের।

তথ্য সূত্র:

১. ভারতীয় নদী সংযুক্তিকরণ: কিছু উদ্বেগ এবং কিছু প্রশ্ন - সেন্টার ফর ইকুইটি স্টাডিজ, নিউ দিল্লি
২. আশরাফ-উল-আলম টুটু ও মিজানুর রহমান বিজয়-এর প্রকাশনাধীন “ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বিপন্ন বাংলাদেশ”
৩. মাসিক কারেন্ট নিউজ-এপ্রিল, ২০০৪ সংখ্যা
৪. দৈনিক পূর্বাঞ্চল - ১৪ মার্চ ২০০৩ইং
৫. প্রথম আলো - ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং
৬. প্রথম আলো - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং
৭. দৈনিক জনকণ্ঠ-১৪ মার্চ, ২০০৩ ইং
৮. বাংলাদেশের অভিশাপ ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প এবং আমাদের লড়াই-এ্যাডঃ ফিরোজ আহমেদ
৯. উত্তরণ, তালা, সাতক্ষীরা আয়োজিত “পানি ও নদী সম্পর্কিত নেটওয়ার্ক ”(প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক)-২৭ আগস্ট ২০০৩ইং
১০. দৈনিক সংবাদ-৪ অক্টোবর ২০০৩ ইং
১১. সিডিপি রিসোর্স সেন্টার, ৫৫/২ ইসলামপুর রোড, খুলনা।